দৈনিক
ইনকিলাব
ইনকিলাব

তারিখ 24 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ......

টেকনাফে ৮৩ আনন্দ স্কুল বন্ধ

হাজার হাজার শিশুশিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

টেকনাফ (কক্সবাজার) থেকে সিদ্দিকুর রহমান

টেকনাফ উপজেলার ৮৩টি আনন্দ স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। টেকনাফ আনন্দ স্কুলের টাকা রুস্তম ও রেসমিনা কর্তৃক ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে ভাগভাটোয়ারার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি রস্ক প্রকল্পের রুস্তম ও শাহিনা কর্তৃক নামে-বেনামে কাগজে কলমে সভা বিবরণী ও শিক্ষা অফিসের কতিপয় কর্মকর্তাসহ ব্যাংক কর্মকর্তার যোগসাজশে ভাগবাটোয়ারা করছে। এ কারণে প্রায় ২১শ শিশু শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধ। ১০ জুলাই টেকনাফ উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ সম্বলিত চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। শিক্ষকদের নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা, শিক্ষার পরিবেশ উপযোগী বিদ্যালয় গৃহ এবং কার্যকর সিএমসির অভাবে রস্ক প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত এসব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জানা যায় রস্ক প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ উপজেলায় ৭টি এনজিও সংস্থার গুলো হচ্ছে ফেইথ এন্ড হোপ, ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নারী মৈত্রী চট্টগ্রাম, বিহঙ্গ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সোনার বাংলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, ইশদু, হিতৈষী বাংলাদেশ ও ডন যুব উন্নয়ন সংস্থা (ডাইডা)। এনজিওর মাধ্যমে ২০১০সালে ২১৯টি এবং ২০১১ সালে ৮৩টি মোট ৩০২টি আনন্দ স্কুল চালু করা হয়েছিল। ২০১১ সালের এনজিওগুলোর সাথে সরকারী চুক্তিবদ্ধ শেষ হলে ও তাদের দায়িত্ব গিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের উপর। কিন্তু আনন্দ স্কুলের লুটপাতের কথা উলেখ থাকলে এসব সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা জানুয়ারী-এপ্রিল পর্যন্ত বাজেটে শিক্ষক ও শিক্ষিকার বেতন, ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তি শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকদের চেকবইসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু আনন্দ স্কুলের নীতিমালা অনুসারে সিএমসি কমিটি তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকার কথা শিক্ষা অফিসারের। উল্লেখ্য, বিগত বাজেটে স্কুল বন্ধ না হওয়া সত্বেও তারা স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে এই বলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বিগত ও চলমান বাজেটে তাদের বেতনের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষিকা বলেন হোয়াইক্যাং ইউনিয়নের বেতন দেওয়াকালে প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে ইআরপি চেক দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ চুক্তির মাধ্যমে চেক প্রদান করে। বিগত বাজেটে রস্ক প্রকল্পের প্রতিনিধি ও উপজেলা শিক্ষা অফিস প্রকল্প পরিচালকের চিঠি ছাড়া ২১টি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করে এবং এ সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীর বেতন, উপবৃত্তির টাকা না দিয়ে শিক্ষা অফিস ও ইআরপি প্রশিকার মাস্টার ট্রেইনার রুস্তম ও রেসমিনা এ সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেন। যা ব্যাংক থেকে উক্ত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে এবং উল্লেখ্য, শিক্ষক ও শিক্ষিকার চেকবই শিক্ষা অফিস নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু বিগত বাজেটে শিক্ষক ও শিক্ষিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই মর্মে একটি মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করে। অভিযোগ ছিল শিক্ষকদের ব্যাংক একাউন্ট থেকে লাখ লাখ টাকা উত্তোলন করে নিয়ে গেছে। জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল ৬৩ লাখ ৬৪ হাজার ৮৬০ টাকা। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪২ লাখ ২২ হাজার টাকা বৈঠকে ৫ জন তদারকি অফিসার নিয়োগ, শিক্ষা কমিটির অনুমোদন ছাড়া টাকা ছাড় না দেয়া, চেক বহি নিয়ন্ত্রণ, নির্মিত ২০টি স্কুল পরিদর্শন, এসএমসি পুনঃ গঠন, আনন্দ স্কুলের অনিয়ম, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা, ২০১১-১২ অর্থবছরের উন্নয়ন তালিকাভুক্ত, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ও তা ইউএনও, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, শিক্ষা অফিসার, ইউআরসির ইন্সট্রাক্টরসহ কমিটির সদস্যগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। হোয়াইক্যাং ইউনিয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, হ্নীলায় সমাজ সেবা অফিসার, সদরে সহকারী শিক্ষা অফিসার, বাহারছড়ায় ইউআরসির ইন্সট্রাক্টর, পৌরসভায় শিক্ষা অফিসারকে তদারকি কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তারা সরেজমিন পরিদর্শন ও তদন্ত করে আনন্দ স্কুলগুলোর বাস্তব অবস্থা প্রতিবেদন আকারে দাখিল করেছেন। এরপর শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত মতে অর্থছাড় করণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাছাড়া ২০টি স্কুল ভবন মেরামত/সংস্কার উন্নয়ন কাজের বকেয়া বিলের টাকা ছাড়া করণে কাজের গুণগত মান যাচাই করতে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানকে প্রধান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম আগামী ৪, ৮, ৯ জানুয়ারী পর্যায়ক্রমে সরেজমিন পরিদর্শন করছিলেন। এদিকে যেসব স্কুলে বিধি মোতাবেক স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি) গঠন করা হয়নি বা মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে সেসব স্কুলের কমিটি পুনঃ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আনন্দ স্কুলের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল স্কুলে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মহিলা মেম্বার। এদিকে টেকনাফের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ স্কুলের টাকা আত্মসাৎ ঘটনায় শিশু শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল; শিক্ষিকার বাড়ী ঘেরাও, এ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি সর্বশেষ সমন্বয় ও শিক্ষা কমিটির সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, ব্যাংকে একাউন্ট চেক ইত্যাদি ঘটনার পর কর্মরত এনজিওদের অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছে। এতে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯ হাজার ৬৭৭ জন। তন্মধ্যে ২০১০ সালে চালুকৃত ২১৯টি আনন্দ স্কুলের মধ্যে ৬৮টি এবং ২০১১ সালে চালুকৃত ৮৩টি স্কুলের মধ্যে ১৫টি মোট ৮৩টি আনন্দ স্কুল উল্লেখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় চালু রয়েছে ২১৯টি আনন্দ স্কুল। প্রসঙ্গত আনন্দ স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এনজিওগুলো এলাকা থেকে লাপাত্তা হয়ে গেছে। এদিকে স্কুলের কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের পাওনা বেতনের টাকা জন্য এনজিও কর্তাদের হন্য হয়ে ঘুরছে এবং এমতাবস্থায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী বিপাকের মধ্যে পড়ে গেছে। এমনকি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন উত্তোলন করতে ঘুষ দিয়ে কতিপয় শিক্ষা অফিসের বেতন ফরমেট গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু শিক্ষা অফিস কোন ঘুষ গ্রহণ করেন না। বেতন দিলে ও উপবৃত্তির টাকা ব্যাংকে কর্মকর্তা ও শিক্ষা অফিস কর্তৃক ভাগবাটোয়ারা করে উত্তোলন করছে বলে গুরুতর অভিযোগ ওঠেছে।